উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ চৈত্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 26 March 2020 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

COB + APD

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান

তথ্যকেন্দ্র

৭, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, মঙ্গলম- বি, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন - ০৩৩ ২২১০১৮২০ / ২২১০১২০১

E-mail : tathyakendra@hotmail.com

করোনা মোকাবিলায়

ক্রীড়াবিশ্ব

এগারোর পাতায়

সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য যতটা সময় লাগে ততক্ষণ ভাইরাস কাগজের উপর জীবিত থাকে না। আর কোভিড-১৯ সংক্রামিত কাউকে দিয়ে সংবাদপত্র বিলি করা হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেই।

-ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া
ডিরেক্টর, এইমস

যাঁকে তাঁকে লাঠি দিয়ে পাঠাবেন না

হেনস্তার খবর পেয়ে পুলিশকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : পুলিশের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার প্রবণতায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। লকডাউন ঘোষণার পর পুলিশ রাস্তাঘাটে অত্যন্ত তৎপর ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোথাও অতি সক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরেও এসেছে এই ধরনের ঘটনা। বুধবার তিনি তাই এ ব্যাপারে সতর্ক করলেন পুলিশকে। জানিয়ে দিলেন, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কাউকে হেনস্তা করা হলে, সেটা বরদাস্ত করা হবে না। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে চলতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয়, মানুষকে আইসোলেশনে পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং আর আইসোলেশন এক জিনিস নয়।' মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খবর এসেছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের লাঠি খেতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এমনকি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও রেহাই পাননি। ইতিমধ্যে হেনস্তার অভিযোগে বেশ কিছু অনলাইন অর্ডার গ্রহণকারী সংস্থা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে আরও কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, দৈনন্দিন করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। একটি মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে। অন্যটি পুলিশের। নবান্নে একটিমাত্র কন্ট্রোল রুম থাকবে। মানুষ যে-কোনও সমস্যায় ওই কন্ট্রোল রুমকে জানাতে পারবে। বাজারে, দোকানে ভিড় নিয়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে মমতা স্পষ্ট করে বলেন, 'মানুষ না খেয়ে থাকবে না। সে জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বাজারে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দূরে দূরে লাইন করে দাঁড়াতে হবে। একসঙ্গে সাত জনের বেশি লাইনে দাঁড়াবেন না।' পরে তিনি নিজেই বোর্ডে এঁকে দেখিয়ে দেন, কীভাবে কিছুটা ফাঁক রেখে রেখে দোকানে দাঁড়াতে হবে। এদিন অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় পুলিশ চক বা চুন দিয়ে গণ্ডি কেটে দাঁড়ানোর জায়গা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির পরিবহণে যাতে কোনও বাধা না দেওয়া হয়, সেজন্য সমস্ত থানাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওসিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা কেউ যেন না আটকায়। সেটা দেখার দায়িত্ব ওসিদের। হোম ডেলিভারিও কোনওভাবে আটকানো চলবে না। অনেক প্রবীণ মানুষ হোম ডেলিভারির ওপর নির্ভর করেন। প্রয়োজনে হোম ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে পাস দিয়ে দেওয়া হবে। সেই পাসের ভিত্তিতে কর্মীদের পরিচয়পত্র দেবে সংস্থাগুলি। ওই পাস নিয়ে ডেলিভারি সংস্থার কর্মীরা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গেলেও তাদেরকে আটকানো যাবে না।' গরিবের যাতে কাজ না থাকার জন্য অর্থ সংকটে পড়তে না হয়, তার বন্দোবস্তও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি এদিন ঘোষণা করেন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি সামাজিক পেনশনগুলি একসঙ্গে দু'মাসের দিয়ে দেওয়া হবে। একসঙ্গে একমাসের র‍্যাশন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সবজি বিক্রি করতে দিতে হবে। কৃষকদের মাঠে কাজ করতে দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে, কোথাও যেন জটলা না হয়। মুটেওয়ালারা সবজি বহন করলে তাদের আটকানো যাবে না। ওসিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'যাঁকে তাঁকে রাস্তায় পাঠিয়ে দিলাম লাঠি দিয়ে, তা যেন না হয়।' মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য আসলে হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য। তাঁরাই অনেকক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন বলে মনে করা হচ্ছে। হেনস্তার বদলে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারোর জ্বর হলে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কেউ না খেয়ে থাকলে বিডিওদের জানাবেন।

বিডিওরা সংশ্লিষ্ট লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কলকাতায় যাঁরা রাস্তায় থাকেন, তাঁদের নাইট শেলটারে থাকার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ বা পুরসভা আপনাদের খাবার পৌঁছে দেবে। ' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কোথাও যেন খাদ্যের অভাব না হয়। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পরিবহণের জন্য বাস চালানো হচ্ছে। সেই বাস এক জেলা থেকে আর এক জেলাতে যাচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরকে তিনি এজন্য একটি হেল্পলাইন খুলে বাসের সময় আগাম ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দেন। হাসপাতালে যে কর্মীরা কাজ করছেন, তাঁদেরও খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টাকার জন্য ভাববেন না। সেটা মুখ্যসচিব ও অর্থসচিব দেখে নিচ্ছেন।'

মমতার ঘোষণা

- নবান্নে কন্ট্রোল রুম। টোল ফ্রি নম্বর ১০৭০, ল্যান্ড লাইন ০৩৩-২২১৪৩৫২৬।
- যে-কোনও সমস্যা জানাতে হবে কন্ট্রোল রুমে।
- দোকানে-বাজারে এক মিটার দূরে দূরে লাইন। একসঙ্গে ৭ জনের বেশি লাইনে নয়।
- অত্যাবশ্যক পণ্য পরিবহণ আটকানো যাবে না।
- হোম ডেলিভারিতে বাধা দেওয়া চলবে না।
- মাঠে কাজ করতে পারবেন কৃষক, সবজি বিক্রিতে বাধা নয়।
- দু'মাসের সোশ্যাল পেনশন একসঙ্গে। তপশিলি জাতি-উপজাতি ও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ভাতাও একসঙ্গে।
- প্রয়োজনে বাড়িতে জল পৌঁছে দেবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।
- র‍্যাশনে একমাসের চাল-গম দেওয়া হবে।

লকডাউনে সকালে ভিড়, দুপুর থেকে ফাঁকা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৫ মার্চ : লকডাউনের জন্য বেশিরভাগ মানুষ যখন ঘরবন্দি তখন একশ্রেণির যুবক-কিশোর বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ালেন। বেলা বাড়তেই তাঁদের ঘরে ঢোকাতে পুলিশ তৎপর হতেই আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তাঘাট অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরে সকালের দিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান, বাজার খোলা ছিল। সব জায়গাতেই প্রচুর মানুষ ভিড় করে জিনিসপত্র কেনেন। সবজি বাজার এবং কিছু মুদির দোকানে সুযোগ বুঝে অনেকে জিনিসপত্রের দাম বেশি নেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রশাসনের কর্তাদের কানে যেতেই একাধিক বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘণ্টা চারেক ব্যবসা চললেও বেলা ১২টার পর শহর থেকে গ্রামে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে এদিন দুঃস্থদের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। শহরের ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে মানুষকে সচেতন করা হয় যাতে তাঁরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জিনিসপত্র কেনেন। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে করোনা নিয়ে সচেতন করতে মাইকিং করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে বাইরে না বের হন তার জন্য বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ টহল দেয়।

ফালাকাটায় সকাল ৯টা নাগাদ দু'ঘণ্টার জন্য মুদিখানা ও বাজার খোলায় লোকজনের ভিড় জমে যায়। তবে পুলিশ ও প্রশাসন তৎপর থাকায় সাড়ে ১১টা বাজতেই আবার বাজার ও রাস্তাঘাট ফাঁকা হতে শুরু করে। ওষুধের দোকানগুলির সামনে অবশ্য সারাদিন জটলা ছিল। বিসিডিএ-র সঙ্গে বসে ফালাকাটায় ওষুধের দোকানগুলি রোটেশনে খোলা রাখা হবে বলে বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার জানিয়েছেন। ফালাকাটায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ফালাকাটাজুড়ে প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। কালোবাজারির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছে ফালাকাটা ব্যাবসায়ী সমিতি।

প্রধানমন্ত্রীর ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণার পর কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে বুধবার থেকে কাজ বন্ধ করেছেন শ্রমিকরা। এদিন দু'একটি বাগানে কিছু শ্রমিক কাজে গেলেও

এরপর বারোর পাতায়

রায় ও মার্টিন
প্রশ্ন বিচিত্রা
Class 1 to 12
Question Bank
Class 5 to 12 English

রাস্তা আটকে ঢুকতে বাধা

কোচবিহার ব্যুরো

২৫ মার্চ : বাইরে থেকে লোকজনের এলাকায় ঢোকা বন্ধ করতে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা আটকে দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শহর থেকে গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে এমন খবর আসছে প্রশাসনের কাছে। লকডাউন পরিস্থিতিতে কেউ যাতে বাড়ি থেকে বের না হন সেজন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোচবিহার শহরের তিন ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান সংলগ্ন এলাকায় দুটি রাস্তা বাঁশ দিয়ে আটকে দেন স্থানীয়রা। দিনহাটা-২ ব্লকের বড়শাকদল, কিশামত দশগ্রাম, সাহেবগঞ্জ, বামনহাট, নাজিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগতদের আটকাতে রাস্তার মুখে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়। এদিন তুফানগঞ্জের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা গ্রামের কার্জিপাড়া এলাকায় মোদকপাড়া যাওয়ার দুটি রাস্তাই বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। বুধবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মোদকপাড়ায় ঢোকা এবং বের হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন ঘোষণা করার পর শহর থেকে গ্রামে উঠতি বয়সের ছেলেরা বাইক নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে তারা কান দেয়নি। গতকাল থেকে তাদের ঘরে ঢোকাতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করেছে। তবুও একশ্রেণির জনতাকে পুরোপুরি ঘরবন্দি করা যাচ্ছে না। তাদের আচরণে সংক্রমণের আতঙ্ক ও আশঙ্কা বাড়ছে এলাকায়। সেই কারণে এদিন মোদকপাড়ায় যাতায়াতের দুটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর আগে মঙ্গলবার দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালের খাতা গ্রামে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয় স্থানীয় একটি ক্লাব। এর ফলে অন্য এলাকা থেকে কেউ আর নেপালের খাতায় প্রবেশ করতে পারছেন না। একইভাবে এদিন লকডাউন করা হয় মোদকপাড়া।

কোচবিহার শহরে রাস্তা আটকেছেন বাসিন্দারা। ছবি ঃ জয়দেব দাস

স্থানীয় বাসিন্দা নয়ন নন্দী, রাজু আর্য, রবি দাস, শুভজিৎ নন্দী সকলেই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছেন। নয়নবাবু বলেন, 'লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পরেও কেউ কেউ তা মানতে নারাজ। সকাল-বিকাল সবসময় বাইরে থেকে লোকজন এলাকায় আসছেন। যে কারণে আমরা এলাকার দুটি রাস্তা বন্ধ করে দিলাম। এতে বাইরের বা পাশের গ্রামের লোকজন আসতে পারবেন না। রোগ আটকানো সম্ভব হবে।' তুফানগঞ্জ-১ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অরুণকুমার বর্মন বলেন, 'এমন কথা জানি না। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেব।' কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'এভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা আটকাতে পারেন না। আমরা খবর পেলে রাস্তা খুলে দেব। অবাঞ্ছিত ঘোরাফেরা আটকাতে পুলিশই ব্যবস্থা নেবে।'

লকডাউনে বাজারে কেনাকাটা ও আড্ডা

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : বুধবার তৃতীয় দিনেও লকডাউন নিয়ে সচেতন হল না কোচবিহারের মানুষ। সকালে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যের দোকানও খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করলেন অনেকে। পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগে দুপুরের পর পরিস্থিতি অবশ্য কিছুটা বদলাল। রাস্তায় যানবাহন সেভাবে চলাচল না করলেও কোচবিহার শহরের বাজারগুলিতে লোকজনের ভিড় দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে গোটা দেশে লকডাউন চলছে। বাজারে কেনাকাটার পাশাপাশি লোকজনের আড্ডা জমে। খবর পেয়ে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জেলার সমস্ত মহকুমার ছবিটা মোটামুটি একইরকম ছিল। জেলা পুলিশ সুপার ডঃ সন্তোষ নিম্বলকর বলেন, 'লকডাউন জারি রাখতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে।'

লকডাউনের তৃতীয় দিনেও কোচবিহার শহর সহ সদর মহকুমার প্রচুর মানুষ কার্যত কোনও কারণ ছাড়াই বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। অনেকে আবার বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন চায়ের দোকানে চা, সিগারেট নিয়ে মজলিশে মেতে ওঠেন। মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করায় কোচবিহারের সমস্ত পণ্যসামগ্রী আজই শেষ হয়ে যাবে, এমন জিগির তুলে একশ্রেণির লোকজন কেনাকাটায় মেতে ওঠেন। সব মিলিয়ে এদিন শহরের ভবানীগঞ্জ তথা বড় বাজার, নতুন বাজার, রেলগেট বাজার, খাগড়াবাড়ি বাজার, টাকাগাছ বাজার, শুঙশুঙি বাজার, চাকির বাজার, জামাই বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে সকাল থেকেই গাদাগাদি ভিড় ছিল। ঘরবন্দি থাকা অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, বাজারগুলিতে যদি এত ভিড় থাকে তা হলে লকডাউন করে কী লাভ হবে?

কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানের সামনে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ওষুধ নেওয়ার জন্য প্রশাসন থেকে মার্কিং করে দেওয়া হয়েছে।

এদিনও মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসক জিতিন যাদব মাথাভাঙ্গা শহর ও মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিড় হটাতে অভিযান চালান। মহকুমা শাসক বলেন, অধিকাংশ মানুষ যেখানে নিজেদের ঘরবন্দি করে রেখেছেন সেখানে একশ্রেণির কিশোর-যুবক সেই নিয়ম মেনে চলছে না। ওই কিশোর-যুবকদের অভিভাবকদের কাছে আমার আর্জি লকডাউন চলাকালীন অকারণে তাঁদের ছেলেরা যাতে বাড়ি থেকে বের না হয়, সেই বিষয়টি যেন তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। মহকুমার পারডুবি এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা ভিনরাজ্য থেকে আসা শ্রমিক ও পড়ুয়াদের বাড়ি গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার, তথ্য সংগ্রহ ও হোম কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দেন। ঘোকসাডাঙ্গা, লতাপাতা, রুইডাঙ্গা, উনিশবিশা সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বাজারগুলিতে মুদির দোকান ও ওষুধের দোকান ছাড়া অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। শীতলকুচির বিডিও ওয়াংদি গ্যালপো ভুটিয়া, শীতলকুচি থানার ওসি কাজল সরকার সহ অন্য পুলিশকর্মীরা ব্লকের গোঁসাইরহাট, বড়মরিচা, শীতলকুচি, লালবাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকানগুলিতে ক্রেতাদের দূরত্ব বজায় রাখতে দাগ দিতে বলেন। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে প্রায় ২৮০ জন শ্রমিক ভিনরাজ্য থেকে এদিন গ্রামে ফিরেছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই বাড়িতে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শৌলমারি ও ফুলবাড়িতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল।

দিনহাটায় এদিন দোকানপাট খোলা ছিল। মহকুমার সিতাই ব্লকে রাস্তাঘাটে জমায়েত রুখতে কড়া নজরদারি চালায় পুলিশ। সকালে সিতাইয়ের কালীরহাটে তামাক নিয়ে কিছু মানুষ জড়ো হন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আইসি শৌর্যদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'সাগরদিঘি সেতু সহ সিতাইয়ের বিভিন্ন হাটবাজারে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।' বিডিও অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, 'ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বাইরে থেকে আসা প্রায় ৪০০ শ্রমিককে হোম কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে।'

এরপর বারোর পাতায়

মাথাভাঙ্গা শহরে দূরত্ব বজায় রাখতে নতুন কৌশল। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

বাড়িতে আসবেন না, অনুরোধ জানিয়ে পোস্টার

শালকুমারহাট, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে এবার গ্রামের মানুষ সচেতন হচ্ছেন। কোথাও তাঁরা দল বেঁধে গ্রামে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আবার কোথাও কেউ গেট বন্ধ রেখে, পোস্টার দিয়ে বাড়িতে কাউকে না আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট এলাকায় এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা।

করোনা আতঙ্কে এখনও ঢিলেঢালা নজরদারি চলছে। শহরাঞ্চলে অনেকেই লকডাউন মানছেন না। আবার শালকুমারহাটের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও একশ্রেণির লোকজন লকডাউনকে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিন বিকেলে নতুনপাড়া বাজারে বয়স্ক কয়েকজনকে তাস খেলতে দেখা যায়। সকালের দিকে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটেও কিছু লোক জমায়েত করে। খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জটলা ভেঙে দেয়। অভিযোগ,

পুলিশ এলাকা ছাড়লেই আবার কয়েক জায়গায় জটলা শুরু হয়। আবার এই সব এলাকায় কেরল থেকে অনেক শ্রমিক বাড়ি ফিরেছেন। তাঁরাও এলাকায় বেরিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ।

এদিন সকালে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিপাড়া গ্রামের টাওয়ার কলোনিতে একাংশ বাসিন্দা এলাকায় ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেন। বাঁশ বেঁধে রাস্তা বন্ধ করা হয়। কাগজের পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লেখা রয়েছে 'করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে লকডাউন।' স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'গ্রামে সবার সুরক্ষার কথা ভেবেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু আশপাশের কেউ কেউ আবার এই রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে সমালোচনাও করছেন।'

এদিকে পলাশবাড়ির পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি ও নিউ পলাশবাড়ি এলাকায় কেউ কেউ বাড়ির গেটের সামনেই পোস্টার টাঙিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে প্রতিবেশীদের বাড়িতে না আসার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমাদের বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ।' পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির কলেজ পড়ুয়া অরূপ দাস বলেন, 'নিজের পরিবার ও এলাকার সবাইকে সতর্ক করতেই বাড়ির সামনে এভাবে পোস্টার টাঙিয়ে দিয়েছি। এতে কাজ হয়েছে।'

এরপর বারোর পাতায়

করোনা ঠেকাতে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

মানুষকে সচেতন করতে পারে খবরের কাগজ : মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা সংক্রমণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি সংবাদপত্রের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, সংবাদপত্র প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারে এবং একেবারে নীচুতলায় সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে পারে। সেই কারণে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর মতে, সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা অনস্বীকার্য। তিনি লক্ষ করেছেন সংবাদপত্রের যেসব পাতায় স্থানীয় এলাকার খবর থাকে সেসব পাতার দিকেই পাঠকদের নজর বেশি থাকে। সে কারণে তিনি মনে করেন করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় সচেতনতা প্রচারের ক্ষেত্রে ওইসব পাতাকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেক তথ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যেমন কোথায় কোথায় পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, কাদের পরীক্ষা করানো উচিত, পরীক্ষা করানোর জন্য কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং বাড়িতে কোয়ারান্টিনে থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলা উচিত- এইসব কিছু সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করা সম্ভব। তিনি মনে করেন লকডাউনের সময় কোথায় কোথায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে আঞ্চলিক খবরের পাতাকে ব্যবহার করা সম্ভব। সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, সংবাদপত্র যেন মানুষ এবং সরকারের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়।

বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। -পিটিআই

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ যেন বাড়ির বাইরে না বেরোন এবং ভিড় ও জমায়েত এড়িয়ে চলেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে পুলিশ দোকানের সামনে দাগ টেনে দিচ্ছে যাতে ক্রেতারা সেই দাগের ভিতরেই থাকেন। সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা ভাইরাস সংক্রমণের নেতিবাচক প্রভাবের কথা প্রতিনিয়ত মানুষকে মনে করিয়ে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি গুজবের মোকাবিলা করার কথাও মনে করিয়ে দেন এবং বলেন, সংবাদপত্রের উচিত মানুষের মনোবল যাতে চাঙ্গা থাকে তার চেষ্টা করা।

> **সংবাদপত্রের কর্মীরা দিনরাত কষ্ট করছে আপনাদের কাছে খবর পৌঁছে দেবে বলে। কিন্তু বর্তমানে পরিবহণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে ওদের কাজে বাধা দেবেন না। পুলিশকে বলে দিয়েছি হকারদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে।**
> **- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অন্যদিকে, সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকরা করোনার মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার কথা উল্লেখ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ইতিমধ্যে বারাণসীর জেলা প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সংবাদপত্র থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায় এমন গুজব ছড়ালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারাণসীর জেলাশাসক কৌশলরাজ শর্মার বক্তব্য, 'কোনও ব্যক্তি, হাউজিং সোসাইটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ অথবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সংবাদপত্রের গাড়ি আটকায় অথবা সংবাদপত্র বিলি করতে বাধা দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ১৮৮ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারাণসীর এসএসপি প্রভাকর চৌধুরীও একই রকম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।